রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর বাজারস্থ
তিস্তা নদীর উপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ
# "গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু"

শুভ উদ্বোধন করেন

## শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
*০১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খৃষ্টাব্দ*

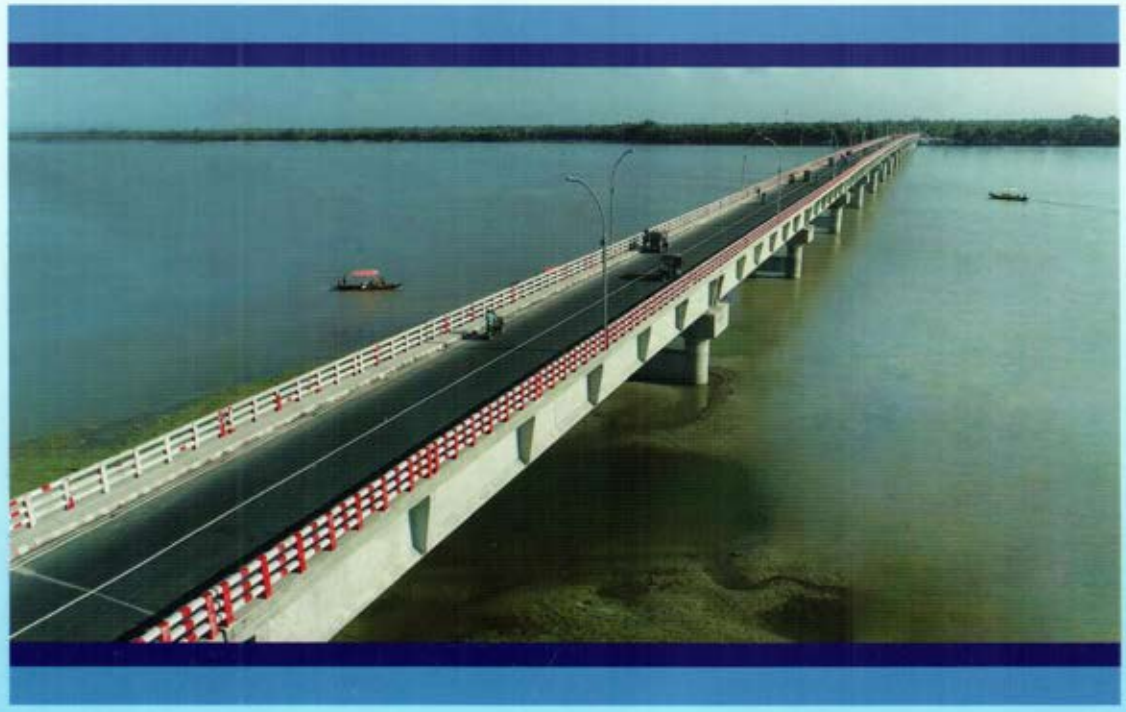

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

# পটভূমি

## রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর বাজারস্থ তিস্তা নদীর উপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ "গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু"

মহান মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষ করে যুগযুগ ধরে অবহেলিত অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন দূরদর্শী প্রকল্প গ্রহণ করেন। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহকে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করতে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এ জন্য জাপানের সাথে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের সরকারগুলোর অবহেলায় তা স্থগিত হয়ে যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন করেন।

হিমালয় পর্বতমালার লা-চুং-হি (La Chung Hi) পর্বত থেকে নেমে আসা তিস্তা নদীকে দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণ প্রবাহ বলা চলে। নদীটি বেশ কয়েকটি জেলাকে বিভক্ত করে রেখেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালে তিস্তা নদীর ওপর প্রথম সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফলে রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সড়ক সেতুর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়।

তিস্তা নদীর ওপর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়ায় মহিপুরঘাট নামক স্থানে সেতুটির অভাবে এতদিন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দর বুড়িমারি যেতে রংপুর থেকে লালমনিরহাট জেলা শহর হয়ে ১৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। ২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিস্তা নদীর ওপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মিত হওয়ার ফলে পাটগ্রাম পৌছাতে লালমনিরহাট জেলা সদর হয়ে আর যেতে হবে না ফলে আদিতমারি, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা ও পাটগ্রাম এই চারটি উপজেলাকে সেতুটি সংযুক্ত করবে এবং এর ফলে দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমে আসবে।

ফলশ্রুতিতে বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারী পর্যটক, চিকিৎসা গ্রহণকারীগণ, ছাত্র-ছাত্রী এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য এই পথ সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় করবে। তিস্তা নদীর ওপর নব-নির্মিত সেতুটি নির্মাণের ফলে লালমনিরহাট জেলার ৪ উপজেলা ও রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার অংশ বিশেষের প্রায় ১৫ লাখ জনগণের যোগাযোগ সহজ হলো। এর ফলে জনগণ একদিকে যেমন এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে ও সহজে রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করতে পারবে তেমনি বুড়িমারি স্থল বন্দরের আমদানী-রফতানী বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয় বহুগুণ বাড়বে এবং এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও প্রতিবেশী দেশ ভারত, ভূটান ও নেপালের সাথে উন্নত ও দ্রুততর সড়ক যোগাযোগে আনবে নতুন গতি।

সেতুটি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির একটি সফল বাস্তবায়ন, যা জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখবে।

### সেতু সম্পর্কিত তথ্য কনিকা :

- প্রকল্পের নাম - বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এ অনুমোদনের তারিখ - ২০ এপ্রিল ২০১০ খৃষ্টাব্দ
- প্রকল্প বাস্তবায়নকাল - জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৮
- অর্থায়নে - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- কাজের নাম - রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া-বুড়িরহাট-মহিপুর-কৈলাশগঞ্জ-শংকরদহ কাকিনা সড়কে তিস্তা নদীর ওপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
- সেতুর নাম - গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু
- সেতু নির্মাণ ব্যয় - ১২৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা
- সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

### সেতুর প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য :

- সেতুর ধরণ - প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
- সেতুর দৈর্ঘ্য - ৮৫০ মিটার
- প্রস্থ - ৯.৬০ মিটার (সেতুর উভয় পার্শ্বে ০.৯০ মিটার ফুটপাতসহ)

### অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

- যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত প্রস্থতা: ৭.৩০ মিটার
- স্প্যান - ১৭ টি (প্রতিটির দৈর্ঘ্য- ৫০ মিটার)
- পাইলের সংখ্যা - ২২৪ টি (প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩৮ থেকে ৪২ মিটার)
- নদীর তীর সংরক্ষণ - ১৩০০ মিটার
- ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা - ৫.৭০ মিটার (সর্বোচ্চ বন্যা সীমা হতে)
- রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে

### সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা:

- বুড়িমারি স্থল বন্দর থেকে রংপুরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার কমে আসবে। এতে সময় ও জ্বালানী সাশ্রয় হবে।
- বুড়িমারি স্থল বন্দর হয়ে ভারত, নেপাল ও ভূটানের সড়কপথে যাতায়াত দ্রুততর হবে।
- লালমনিরহাট জেলার চারটি উপজেলা, যথা- পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ ও আদিতমারি উপজেলার সঙ্গে রংপুর এবং রাজধানী ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে।
- সেতুটি এলাকার কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন ও আমদানী-রফতানী বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করবে।

INDIA
NILPHAMARI DISTRICT
RANGPUR DIVISION
INDIA
850 m Long Sheikh Hasina Teesta Bridge
KALIGANJ
ADITMARI
LALMONIRHAT
GANGACHARA
TARAGANJ
RANGPUR
KAUNIA
KURIGRAM DISTRICT
RANGPUR DIVISION
BADARGANJ
PIRGACHA
MITHAPUKUR
DINAJPUR DISTRICT
RANGPUR DIVISION
PIRGANJ
GAIBANDHA DISTRICT
RANGPUR DIVISION
N
SCALE
R.F. 1:1,70,000